ভিশন ২০১০: মিশন এভারেস্ট

স্বপ্ন দেখে মানুষ। এমন স্বপ্নতাড়িত হয়েই রোম খাড়া করা বহু ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় যুবক-তরুণকে। সাইক্লিং, স্কুবা-ডাইভিং, ট্রেকিং, ক্যাম্পি-এর তালিকায় সর্বশেষ যোগ হয়েছে পর্বতারোহণ। এদেশের অনেকেই এখন স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া এভারেস্টের মাথায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে। এ স্বপ্নকে বাস্তবে

রূপ দিতে সম্প্রতি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নর্থ আলপাইন ক্লাব, বাংলাদেশ-এর পথচলা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনের সময় ক্লাবের মূল স্লোগান 'ভিশন ২০১০: মিশন এভারেস্ট' ঘোষণা করা হয় এবং ২০১০ সালের মধ্যেই এ ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি বাংলাদেশী দলকে এভারেস্টে পাঠানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়।

ইতোমধ্যেই প্রায় জনাবিশেক সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা নর্থ আলপাইন ক্লাব, বাংলাদেশ তার সদস্যদের জন্য দেশের ভেতর শারীরিক ফিটনেস ধরে রাখার প্রোগ্রাম, পর্বতারোহণের কৌশল অনুশীলন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। আর দেশের বাইরে অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট ট্রেইলে ট্রেকিং এবং প্রতি বছর দুটি করে পর্বতে অভিযান পরিচালনা করবে।

নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, দেশে এখন বহু ক্লাব এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্লাব বিভিন্ন কারণে মানুষের কাছে তার কর্মকাণ্ড বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ অনুষ্ঠানে নর্থ আলপাইন ক্লাব জানায়, তার ক্লাবের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে শতভাগ স্বচ্ছতা থাকবে।

ক্লাবের ঠিকানা : নর্থ আলপাইন ক্লাব, বাংলাদেশ, এ কে কমপ্লেক্স, সুইট # ৯, ৬ষ্ঠ তলা, ১৯ গ্রিন রোড, ঢাকা-১২০৫।

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে শিশু নির্যাতন

সম্প্রতি ইচ্ছে মিডিয়া দল, ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন : 'গ্লোবাল অ্যাকশন ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে এলজিইডি ভবনে শিশু নির্যাতন বিরোধী 'নীরবতার মুক্তি-২' শীর্ষক এক প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী ও শিশু নির্যাতন তথ্য সংবলিত ছয় দফা দাবিসহ 'এই আমাদের জীবন' শীর্ষক রিপোর্ট পেশ করে। এই

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সেলিম আল দীন। দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল থিয়েট্রিকাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বাসায়, স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে, এমনকি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে যে পরিমাণ শিশু যৌন হয়রানিসহ মানসিক ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়, তার প্রতিচিত্রের চমৎকার উপস্থাপন। এরপর 'শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে আলোচক হিসেবে অংশ নেন এ. বি. এম. আব্দুস সাত্তার, যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার; সালমা আলী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন ওবায়দুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত আবাসিক প্রতিনিধি, সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক এবং পুরো অনুষ্ঠানের মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক সমকাল-এর উপ সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন।

অনুষ্ঠানে 'এই আমাদের জীবন' শীর্ষক রিপোর্টটি উপস্থিত সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন দেশী-বিদেশী এনজিও, বিদেশী সাহায্য সংস্থা, দেশী-বিদেশী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া'র কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করে ইচ্ছে মিডিয়া দল। এই রিপোর্টের শেষ অংশে শিশুরা নিরাপদ সমাজ ও পরিবেশের পাশাপাশি (ছয় দফা) দাবি তোলে, 'আর কোনো শিশু যেন নির্যাতিত না হয় সে বিষয়ে সমাজের গণ্যমান্যরা একটু ভাবুক, এমন আইন তৈরি হোক যাতে করে শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হয়, মিডিয়াতে নির্যাতিত শিশুর ছবির বদলে নির্যাতনকারীর ছবি ছাপানো হোক, শিশুভিত্তিক যে-কোনো রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট শিশুর পুরো বিবরণ থাকতে হবে, শিশু-বিষয়ক যে সব রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ সেইসব রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে হবে এবং পরিবারে ও সমাজে শিশুটি যাতে সঠিকভাবে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠতে পারে এমন একটি পরিবর্তন আমরা চাই।'

শেহজাদ রয় অ্যান্ড জেমস লাইভ ইন ঢাকা অনুষ্ঠিত

গত ৮ নভেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো 'শেহজাদ রয় অ্যান্ড জেমস লাইভ ইন ঢাকা' শিরোনামের কনসার্ট। কনসার্টের আয়োজন করেন মোবাইল ফোন কোম্পানি ওয়ারিদ। সন্ধ্যার সময় কনসার্ট শুরু হবার কথা থাকলেও রাত আটটা বেজে যায়। পাঁচ তারকা হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেন যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ ঠিক তখনই মঞ্চে আসেন মুম্বাই কাঁপানো বাংলাদেশী তারকা জেমস। তিনি একে একে গেয়ে চলেন— মীরাবাঈ, মা, লেইস ফিতা, বেদের মেয়ে জোসনা, চলচলে, আলবিদা ও ভিগি ভিগি'র মতো জনপ্রিয় গানগুলি। আর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জেমসের গান শোনেন দর্শকশ্রোতারা। রাত সাড়ে নয়টায় মঞ্চে ওঠেন শেহজাদ রয়। শেহজাদ গেয়ে শোনান 'তেরে আঁখো মে জ্বাল রাহিয়ে', 'তেরে পায়েল বোলে', 'তেরি সুরাত নিগাহো মে', 'সালি তু মানি নেহি'। জানা যায়, কনসার্টের টিকিট বিক্রির টাকার একাংশ একটি শিশু কিশোর সংস্থায় দান করা হবে।